তারিখ 21 OCT 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

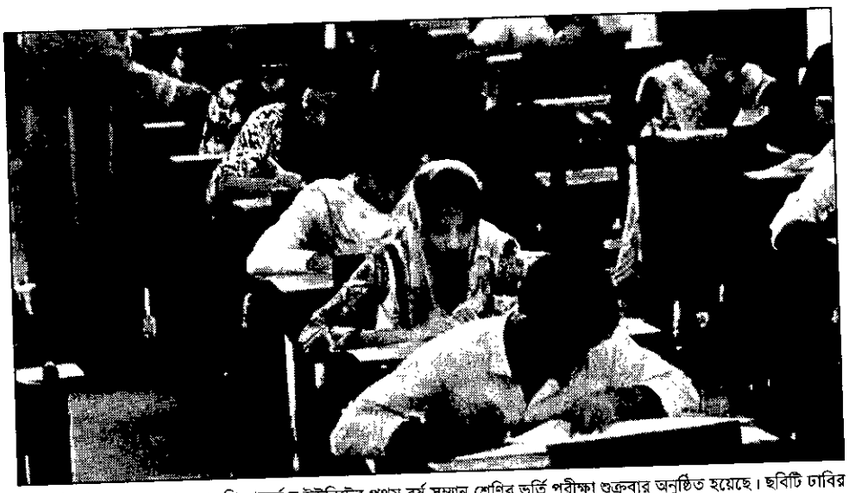

সমকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ঘ ইউনিটের প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিটি ঢাবির কার্জন হল কেন্দ্র থেকে তোলা ■ সমকাল

ফাঁস প্রশ্নে ঢাবির 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষা!

জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রলীগ নেতা বহিষ্কৃত, সাজা ১২ পরীক্ষার্থীর

■ **সমকাল প্রতিবেদক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক**

পরীক্ষার আগের রাতে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার এ পরীক্ষা হয়। তবে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঘটনা অস্বীকার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী, এক পরীক্ষার্থীসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আটক দুই শিক্ষার্থী ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তাদের একজনকে গতকালই সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রে জালিয়াতির অভিযোগে আরও ১২ জনকে আটক ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

ফাঁস প্রশ্নে ঢাবির 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষা!

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

করে এক মাস করে দণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৫৩ ও ক্যাম্পাসের বাইরে ৩৩ কেন্দ্রে ওই পরীক্ষা হয়। তবে গত বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটা থেকে ৩টার মধ্যে কয়েকজনের ই-মেইলে গতকালের ভর্তি পরীক্ষার ইংরেজি অংশের ২৪টি প্রশ্ন পাঠানো হয়। পরীক্ষা শুরুর অন্তত আধাঘণ্টা আগে কয়েকজনের মোবাইল ফোনের মেসেজে ওইসব প্রশ্নের উত্তরের একটি লিখিত কপি পাঠানো হয়। পরীক্ষার আগে সরেজমিন মোবাইল ফোনে শিক্ষার্থীদের এসব প্রশ্নের উত্তর পড়তে দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক এম আমজাদ আলী বলেন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে কেন্দ্রে বিতরণ পর্যন্ত এ কাজটি অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে করা হয়। যেটা ফাঁস হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রধান সমন্বয়কারী ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক সাদেকা হালিম বলেন, 'প্রশ্ন ফাঁসের কোনো অভিযোগ আমরা পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কেন্দ্রে জালিয়াতি, ১২ জনকে কারাদণ্ড : পরীক্ষা চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের বাইরে দশটি কেন্দ্র থেকে ১২ জনকে আটক করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশেষ ডিভাইসের মাধ্যমে জালিয়াতি করার সময় তাদের আটক করা হয়। পরে ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে তাদের প্রত্যেককে এক মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তারা হলেন– নূর মোহাম্মদ মাহবুব, ফরহাদুল আলম রাফি, আবদুল্লাহ আল মুকিম, রিশাদ কবির, আছাদুজ্জামান মিনারুল, ইসতিয়াক আহমেদ, জয় কুমার সাহা, রেজওয়ানা শেখ শোভা, মাশুকা নাসরিন, তারিকুল ইসলাম, নাসিরুল হক নাহিদ ও মিরাজ আহমেদ।

চক্রের তিন সদস্য আটক : সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম ইউনিট ক্যাম্পাসে অভিযান চালিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িতের অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে। গতকাল অমর একুশে হল থেকে আবদুল্লাহ আল মামুন এবং শহীদুল্লাহ হল থেকে মহিউদ্দিন রানা নামে দু'জনকে আটক করা হয়। মামুন ফলিত রসায়ন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের এবং রানা পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র। তাদের তথ্যের ভিত্তিতে পরীক্ষা চলাকালে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল থেকে ইশরাক আহমেদ রাফী নামে এক পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে বিশেষ ধরনের ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, আটক রানা কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসম্পাদক ও মামুন অমর একুশে হল শাখা ছাত্রলীগের কর্মী। জালিয়াতি করে আটক হওয়ার পর গতকালই রানাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। তবে মামুনের কোনো পদ না থাকায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ছাত্রলীগ সূত্র জানায়, রানার বাড়ি শেরপুরে। তিনি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। ঢাকার নটর ডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাসের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ছাত্রলীগে সক্রিয় হন রানা। তবে লেখাপড়ায় অনিয়মিত ছিলেন।

গতকাল বিকেলে রাজধানীর মালিবাগে সিআইডি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার মোল্যা নজরুল ইসলাম বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও জালিয়াতিতে জড়িত দুই ছাত্রের কাছ থেকে অনেক তথ্য মিলেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মূল হোতাদের বিষয়েও বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। তারা দুই থেকে পাঁচ লাখ টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে শুরু করে প্রশ্নের সমাধান করে আসছিল।

সিআইডির এই কর্মকর্তা আরও বলেন, পরীক্ষা শুরু হলে চক্রের সদস্যরা মোবাইল ফোনে গোপনে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে দ্রুত তা ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বাইরে অপেক্ষমাণ অপর সদস্যদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ওই গ্রুপটি দ্রুত প্রশ্নপত্র সমাধান করে। এরপর তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ পরীক্ষার্থীদের কাছে বিশেষ ডিভাইসে উত্তর পাঠানো হয়। এ জন্য পরীক্ষার্থীর কানে ক্ষুদ্র ডিভাইস স্থাপন করা হয় এবং পকেটে মাস্টার কার্ডের মতো বিশেষ ডিভাইস থাকে। যেটি দিয়ে বাইরে যোগাযোগ করা যায়।

সিআইডির সিনিয়র এএসপি (মিডিয়া) শারমিন জাহান জানান, ওই তিনজনের বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও সাইবার ক্রাইমের অভিযোগে মামলা করা হবে। চক্রের অপর সদস্যদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

সিআইডি সূত্র জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে রাফী জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেতে তিনি ছাত্রলীগ নেতা রানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। রানা তাকে 'জেনিথ' নামে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তার সঙ্গে দুই লাখ টাকার চুক্তি হয় তার। চুক্তি অনুযায়ী তাকে পরীক্ষার আগে ডিভাইস দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এম আমজাদ আলী জানান, রানার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মাস্টার কার্ডের মতো দেখতে পাতলা ওই ডিভাইসের ভেতরে মোবাইল সিম থাকে। আর পরীক্ষার হলে ব্যবহারের জন্য থাকে অতি ক্ষুদ্র লিসেনিং কিট। এ ডিভাইসের মাধ্যমে বাইরে থেকে হলের ভেতরে পরীক্ষার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করে উত্তর বলে দেওয়া যায়। তার সহযোগী আবদুল্লাহ আল মামুন। ওই দু'জন ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির মাস্টারমাইন্ড। তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে।

প্রাপ্তি নং ....
সিনিয়র ... এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা